ডারউইনে প্রথম ১লা বৈশাখ উদযাপিত

চৌধুরী মোহাঃ সদর উদ্দিন

দেশের টান একটা অদ্ভুত ব্যাপার। আর সেই টানে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত আচ্ছন্ন আন্ডা-বাচ্চা মিলে ১২০ জনের ডারউইনের বাংলাদেশীরা। সবে ২৬শে মার্চের আনুষ্ঠান শেষ করে সবাই ক্লান্ত, তাই কয়েকদিন আগে শুরু করা বাংলা এসোসিয়েশন সিদ্ধান্ত নিল, কেও যদি নবর্বষ পালন করতে চায় তবে এসোসিয়েশন সর্ব প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করবে, তবে এত অল্প সময়ের মাঝে আরেকটা অনুষ্ঠান করা তাদের পক্ষে একটু কঠিন। তাতে কি হয়েছে ২৬শে মার্চের অসম্ভব সুন্দর এক গীতি আলেখ্যের পর ১লা বৈশাখ হবে না এটা মানা একটু কঠিন ছিল সবার জন্যেই। তিন মহিলা দারুন সাহস আর অসম্ভব দেশ প্রেমের টানে এগিয়ে আসলেন নিজে থেকেই। আশ্চর্য ব্যাপার হল তারা এগুতেই সাহায্যকারীর অভাব হলোনা। সবাই আবার মেতে উঠল এক অদ্ভুত ভালবাসা আর ভাললাগার টানে। এ যেন ঠিক প্রথম প্রেমের মত ব্যাপার। পৃথিবীর সমস্ত বাধাকেও যেন মনে হয় তুচ্ছ তখন।

আবশেষে ২৫শে মার্চ পালন করা হল ডারউইনের প্রথম ১লা বৈশাখ। সাকাল ১১:০০ টা থেকে বিকেল ০৬:০০ টা পর্যন্ত আনুষ্ঠান হবে শুনে ভয় পেয়েছিলাম, এত অল্প মানুষের মাঝে এই লম্বা সময় একটু ভুল হচ্ছে কিনা। ভূল ভাংলো বিকেল ০৬:৪৫ এ, তখনও সবাই হাজির। দারুন এক ঘরোয়া পরিবেশে শুরু হল যথারীতি ‘এসো হে বৈশাখ’ দিয়ে, তার পর আরও অনেক গান আর কবিতা। লাল সাদা পোশাকে, লাল সাদা আল্পনার সামনে সবাই যেন তখন চলে গিয়েছিলাম রমনার বটমুলে। সবচেয়ে ভাল লাগলো বাচ্চাদের পোশাক দেখে, দেশী পোশাকে সবাই যেন এক একটা ক্ষুদ্র বাংলাদেশ। সারাটা দিন সবার কেটে গেলো নানা আনন্দ আর খেলাধুলায়। মাঝে দেশী পান্তা ইলিশ আর নানা পদের ভর্তার খাবার। বিকেলে পিঠা, সব মিলিয়ে দারুন এক মুখরোচক ব্যাপার। শেষ হলো বাচ্চাদের অংকন আর বড়দের ক্রিকেট দিয়ে। জানিনা আগামী বছর কি হবে তবে আমি আপেক্ষা করব দারুন এক আগ্রহ নিয়ে।